যুগান্তর

তারিখ 07 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

ঢাবির ভিসি নিয়োগ

হল প্রাধ্যক্ষদের 'পদত্যাগ' নিয়ে ধূম্রজাল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি হলের প্রাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন'— বুধবার দুপুর থেকেই এ ধরনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ লঙ্ঘন করে নতুন ভিসি নিয়োগ ও শিক্ষামন্ত্রীর মিথ্যাচারের প্রতিবাদে তারা পদত্যাগ করেছেন বলে খবর ছড়ায়। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভিসি অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, সদ্য বিদায়ী ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষদের বক্তব্য থেকে কয়েক ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক ও ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে।

জানতে চাইলে নবনিযুক্ত ভিসি অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, 'আমি কোনো পদত্যাগপত্র পাইনি। এ বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না।' অন্যদিকে সদ্য বিদায়ী ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, '৪ তারিখ তারা আমার কাছে অব্যাহতি চেয়েছেন। তারা বলেছেন, কাজ করতে আগ্রহী নন। যেভাবে ভারপ্রাপ্ত ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে তা '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের লঙ্ঘন এবং শিক্ষামন্ত্রীর দ্বৈতাচার। এর প্রতিবাদে তারা আর কাজ করতে আগ্রহী নন। পরে আমি তাদেরকে বলেছি অব্যাহতিপত্র গ্রহণ করা হবে না। আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বার্থে কাজ চালিয়ে যান।'

অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের দাবি, 'প্রায় সবক'টি হলের প্রাধ্যক্ষ ও প্রক্টর

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

হল প্রাধ্যক্ষদের 'পদত্যাগ'

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন, তারা কাজ করতে আগ্রহী নন। ঘটনাটি যেহেতু ৪ সেপ্টেম্বরের, তাই অনেকেই ছুটিতে ছিলেন। ফলে কেউ কেউ যোগাযোগ করতে পারেননি। অনেকে আবার টেলিফোনে জানিয়েছেন, তারা কাজ করতে আগ্রহী নন। কিন্তু যারা যোগাযোগ করতে পেরেছেন তাদের সবাই বলেছেন কাজ করতে আগ্রহী নন।' তবে কতটি হলের প্রাধ্যক্ষ অব্যাহতি চেয়েছেন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।

এদিকে এ ঘটনা নিয়ে যুগান্তরের পক্ষ থেকে ১২টি হলের প্রাধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হয়। এর মধ্যে ৭ জনের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়েছে। বাকিদের একাধিকবার ফোন দেয়া হলেও তারা রিসিভ করেননি। যোগাযোগ করা হয়েছে এমন ৭ প্রাধ্যক্ষের মধ্যে ৪ জনই জানিয়েছেন তারা কোনো পদত্যাগপত্র দেননি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি ১ জন এবং পদত্যাগপত্র দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন দু'জন।

জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক অসীম সরকার, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীন, সূর্যসেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল এবং স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক লুৎফর রহমান জানিয়েছেন তারা কোনো পদত্যাগপত্র বা অব্যাহতিপত্র দেননি এবং দেবেনও না। বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এজেডএম শফিউল আলম ভূইয়া এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমান ও রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন জানিয়েছেন তারা অব্যাহতি চেয়েছেন। একাধিকবার ফোন দেয়া হলেও কল রিসিভ করেননি মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, কবি জসীম উদ্‌দীন হল, কবি সুফিয়া কামাল হল ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলী।

পদত্যাগপত্র দেননি এমন প্রাধ্যক্ষরা জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১১(২) ধারা অনুযায়ী সাময়িকভাবে বর্তমান ভিসিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাই তারা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখিয়ে ভিসি নিয়োগের সম্পূর্ণ পক্ষে। পদত্যাগপত্র দিয়েছেন এমন প্রাধ্যক্ষরা জানান, নতুন ভিসি নিয়োগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর আঘাত। তাই তারা অব্যাহতি চেয়েছেন। তবে সদ্য বিদায়ী ভিসি অব্যাহতি প্রদানের তারিখ হিসেবে ৪ সেপ্টেম্বরকে উল্লেখ করলেও পদত্যাগপত্র দিয়েছেন এমন প্রাধ্যক্ষদের একজন জানিয়েছেন ৫ সেপ্টেম্বর অব্যাহতিপত্র জমা দেয়া হয়েছে। কতজন অব্যাহতি চেয়েছেন এ বিষয়েও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারেননি তারা।

প্রসঙ্গত, সোমবার রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মো. আবদুল হামিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ১১(২) ধারা অনুযায়ী সাময়িকভাবে অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামানকে ভিসির দায়িত্ব প্রদান করেন।